দৈনিক ইত্তেফাক

049

29 AUG 1987

পৃষ্ঠা 1 কলাম 2

অধ্যাপক সাইদুর রহমানের ইন্তেকাল

(ইত্তেফাক রিপোর্ট)

প্রফেসর সাইদুর রহমান গতকাল (শুক্রবার) ভোর সাড়ে ৬ টায় হলিফ্যামিলি হাসপাতালে ইন্তেকাল করেন (ইন্না-লিল্লাহে ......রাজেউন)। ৮০ বৎসরের এই প্রবীণ শিক্ষক, সংগঠক ও দার্শনিক উচ্চ রক্ত চাপ ও

(১১শ পৃঃ দ্রঃ)

সাইদুর রহমানের ইন্তেকাল

(১ম পৃঃ পর)

বার্ধক্যজনিত পীড়ায় ২২শে আগষ্ট হইতে সংজ্ঞাহীন অবস্থায় ছিলেন। গতকাল বাদ জুমা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মসজিদে নামাজে জানাজার পর কফিন গ্রামের বাড়ী নবীনগরের রসুলাবাদে লইয়া যাওয়া হয়।

টেলিভিশনের প্রভাতী অনুষ্ঠানে জগন্নাথ কলেজের সাবেক অধ্যক্ষ ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সুপারনিউমেরারী শিক্ষক সাইদুর রহমানের মৃত্যুর খবর প্রচারিত হওয়ার পর ফার্মগেটের অদূরে তাঁহার বাসভবন 'সংশয়ে' ব্যারিষ্টার ইশতিয়াক আহমদ, শিল্পী কাইয়ুম চৌধুরী, আবুল মাল আবদুল মুহিত, ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর আবদুল মান্নান, সরদার ফজলুল করিম, লেঃ জেনারেল (অব) খলিলুর রহমানসহ রাজধানীর বিশিষ্ট শিক্ষক, বুদ্ধিজীবী ও রাজনীতিকগণ উপস্থিত হন। নামাজে জানাজায় দার্শনিক দেওয়ান মুহম্মদ আজরফ, জাতীয় অধ্যাপক প্রফেসর নূরুল ইসলাম, বাকশাল নেতা মহিউদ্দিন আহমদ, ন্যাপনেতা প্রফেসর মোজাফফর আহমদও উপস্থিত ছিলেন।

বষিয়ান দার্শনিক দেওয়ান মুহম্মদ আজরফ মরহুম সাইদুর রহমানকে অমর মানবতাবাদী হিসাবে আখ্যায়িত করিয়া বলেন, ইসলামিক ফিলসফি এণ্ড কালচার গ্রন্থের রচয়িতা সাইদুর রহমান জীবনের শেষভাগে কর্ম ও মানব কল্যাণকেই মানুষের করণীয় হিসাবে সাব্যস্ত করিয়াছিলেন, জীবন প্রারম্ভে তিনি ছিলেন ইসলামপ্রাণ।

বাংলাদেশ দর্শন সমিতির ৭২-৮৪ পর্বের দীর্ঘদিনের সভাপতি প্রফেসর সাইফুর রহমানকে সচেতন জীবনবাদী দার্শনিক হিসাবে উল্লেখ করিয়া সরদার ফজলুল করিমসহ দর্শন সমিতির নেতৃবৃন্দ বলেন, সমকালীন বাংলাদেশ ও উপমহাদেশে তিনি ধ্যান দর্শনের দিক দিয়া অনন্য। 'কল্যাণ দর্শন ও অন্যান্য প্রবন্ধ' নামে ডঃ আমিনুল ইসলামের সম্পাদনায় তাঁহার রচনাবলী বর্তমানে প্রকাশের পথে। প্রফেসর সাইদুর রহমান ৪ ছেলে ও বিধবা পত্নী রাখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার পুত্র শফিক রহমান অসুস্থ পিতার শুশ্রূষা করার জন্য ১৬ই আগষ্ট বিশেষ অনুমতি লইয়া লণ্ডন হইতে ঢাকা আসেন। একটি পুলিশ এসকর্ট গতকাল কফিনবাহী ট্রাকটি নরসিংদী পর্যন্ত আগাইয়া দেয়। সেখান হইতে স্পীডবোটে কফিন রসুলাবাদে পৌঁছানোরও ব্যবস্থা করা হয়।

১৯০৬ সনে এ গ্রামেই প্রফেসর রহমানের জন্ম। প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করিয়া তিনি ঢাকা ভার্সিটি হইতে দর্শনে অনার্স ও মাষ্টার্স ডিগ্রী অর্জন করেন। রাজশাহী কলেজ, কলিকাতা ইসলামিয়া কলেজে অধ্যাপনা, বেকার হোষ্টেলের সুপার, ঢাকা কলেজ, সিলেট মুরারী চাঁদ কলেজ, চট্টগ্রাম কলেজ ও ইডেন কলেজে অধ্যাপনার পর তিনি জগন্নাথ কলেজে অধ্যক্ষের দায়িত্ব পালন করেন। ইসলামিয়া কলেজে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান, বেকার হোষ্টেলে প্রফেসর নূরুল ইসলামসহ পাকিস্তান ও বাংলাদেশ আমলের বহু রাজনৈতিক ও সামাজিক ব্যক্তিত্ব তাঁহার ছাত্র। শিক্ষক হিসাবে তিনি ছিলেন 'পিতার মত'। সাইদুর রহমান ফাউণ্ডেশন ও রসুলাবাদ কমপ্লেক্স তাঁহার সামাজিক কীর্তি। ভার্সিটিতে শিক্ষকতা জীবনে অর্জিত সমুদয় অর্থ তিনি ফাউণ্ডেশনে দিয়া যান। গ্রামে তিনি দাতব্য চিকিৎসালয়, মাতৃসদন, স্কুল প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন।

দর্শন সমিতির জার্ণালে প্রকাশিত সাম্প্রতিকতম রচনায় দার্শনিক সাইদুর রহমান নিজের ধ্যানদর্শন নিটোলভাবে উপস্থাপন করিয়াছিলেন। উহাতে বলা হইয়াছে ঃ কাজের মাধ্যমেই মানুষ বাঁচিয়া থাকে। নিষ্ক্রীয় জীবন উপভোগ্য নয়, উহার কোন মূল্য নাই। কিন্তু মানুষের এ কাজের পিছনে কী রূপ মানসিকতা বিদ্যমান, তাহাই বিচার্য। জীব মূলতঃ স্বার্থপর। কেবল মানুষই ব্যক্তিস্বার্থ ত্যাগ করিয়া সমষ্টির স্বার্থে আত্মনিয়োগ করিতে পারে। প্রকৃতিগতভাবে মানুষ মানুষ হইয়া জন্মায় না। কাজের মাধ্যমে মানবীয় গুণাবলী অর্জনের মাধ্যমে মানুষ হইতে হয়। শুধু নিজের স্বার্থের প্রতিই সচেতন যে মানুষ, সে মানুষ নয়। জাতীয় ক্ষেত্রে আমাদের সব কাজের মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত জনগণের কল্যাণ সাধন। তাহাছাড়া আমাদের সামাজিক প্রগতি একেবারেই অসম্ভব।